দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

১

শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদান ব্যাহত

দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক স্বল্পতা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা টঙ্গী থেকে জানান, গুলশানের বরুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে প্রায় ১২শ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। দুই শিফটে ১২শ ছাত্রছাত্রীর জন্য হেড মাষ্টারসহ মাত্র ৬ জন শিক্ষক রয়েছেন।

বেঞ্চ-টেবিলের অভাবে শিক্ষার্থীরা মাটিতে বসে ক্লাস করে। এছাড়া, স্কুলে ফার্নিচারের অভাব রয়েছে। পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই।

রাজধানী সংলগ্ন এ স্কুলটি বহু পুরনো। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কেরামত আলী দেওয়ান জানান, ১২শ শিক্ষার্থীকে ৬ জন শিক্ষক ঠিকমত শিক্ষাদান করতে পারছেন না। ছাত্রছাত্রীদের নাম হাজিরা করতেই ক্লাসের ঘন্টা পেরিয়ে যায়। সরাকরী হিসাবে প্রতি ৫৬ জনে ১ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। সে হিসাবে এই স্কুলটিতে ১২শ শিক্ষার্থীর জন্য প্রায় ২১ জন শিক্ষকের দরকার।

পটুয়াখালী

নিজস্ব সংবাদদাতা পটুয়াখালী থেকে জানান, পটুয়াখালী জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯২টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।

জানা গেছে, জেলার ৬টি থানায় ৫শ ৮২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ রয়েছে ২ হাজার ৬শ ৬৫টি। এর মধ্যে ৯২টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এ শূন্য পদের মধ্যে ৩৪ প্রধান শিক্ষকের পদ এবং বাকি ৫৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ।

এসব খালি পদের অধিকাংশই রয়েছে সাগর পাড়ের কলাপাড়া ও গলাচিপা থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অন্য এলাকার শিক্ষকরা ঐ এলাকায় যেতে চায় না।

গাইবান্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তার অভাবে গাইবান্ধা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমানে এই জেলায় ৩১ জন প্রধান শিক্ষক, ৮০ জন সহকারী শিক্ষক, ১১ জন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ২ জন থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। বদলী অথবা অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত কারণে এসব পদ শূন্য হয়েছে।

এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ি এবং গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তত ১৫টি বিদ্যালয় মাত্র ২ জন করে শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।